



পাখির বনতানে স্মৃতির সুর

JU Global Reunion 2025
Washington D.C., USA



Washington University
of Science and Technology

Masters | Bachelors | Certificates
ON-CAMPUS | ONLINE

SCHOLARSHIPS* &
TUITION ASSISTANCE ARE AVAILABLE

ONLINE

50% TUITION ASSISTANCE
FOR THE ENTIRE PROGRAM

ON-CAMPUS

50% TUITION ASSISTANCE
FOR THE 1ST QUARTER ONLY

FROM 2ND QUARTER, MERIT-BASED
SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE*

FOR WUST STUDENTS AND ALUMNI

\$5000

TUITION ASSISTANCE FOR SKILL DEVELOPMENT*

*AVAILABLE FOR THOSE WHO QUALIFY



WUST OFFERS:

- ✓ MASTER OF SCIENCE IN CYBERSECURITY (MSCS)
- ✓ MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (MSIT)
- ✓ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
- ✓ BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (BSIT)
- ✓ BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)
- ✓ COMPTIA NETWORK+ CERTIFICATE
- ✓ COMPTIA SECURITY+ CERTIFICATE



Federal Student Aid

AN OFFICE OF THE U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION

WUST is approved to offer GI Bill® educational benefits by the Virginia State Approving Agency.

WUST offers degrees, skills, certificates, and career assistance until every graduate lands a job.

2900 Eisenhower Ave, Alexandria, VA 22314

T: 703-941-2020 | degree.skill.job@wust.edu | www.wust.edu

WUST is certified to operate by SCHEV. Accredited by ACCSC.

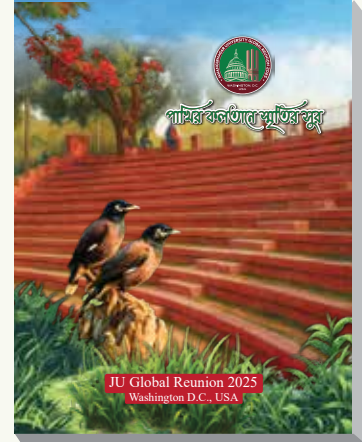


ACCSC
Accrediting Commission of Career Schools and Colleges



পাখির বনতানে স্মৃতির সুর

প্রকাশ	:	২৫শে জুলাই ২০২৫, ওয়াশিংটন ডিসি, ইউ এস এ
সম্পাদনা পরিষদ	:	আখতার আহমেদ রাশা, খালেদ মনির জোসেফ।
অতিথি শিল্পী	:	পিনু সান্তার, রাজিব ভট্টাচার্য, নাজু আখন্দ, সাঈদা ইয়াসমীন রিমি।
একক পরিবেশনা	:	শের খান, তারানা খান, ম্যারিষ্টেলা আহমেদ শ্যামলী, মামুন কায়সার, সুমন মালিক, শাহীন মাহবুব রহমান, গোলাম রব্বানী শিহাব, ফারজানা তন্বী, শিরিন করিম, মাসুদ মারফি, দিলশাদ চৌধুরী ছুটি, শারমিন আখতার রেজ্জনা, আঁখি হালদার (বাংলাদেশ)।
কোরাসের শিল্পী	:	মুসাওইর করিম, শের খান, তারানা খান, সাদেক চৌধুরী, ম্যারিষ্টেলা আহমেদ শ্যামলী, মামুন কায়সার, সুমন মালিক, শাহীন মাহবুব রহমান, গোলাম রব্বানী শিহাব, ফারজানা তন্বী, শিরিন করিম, মাসুদ মারফি, দিলশাদ চৌধুরী ছুটি, শামীমআরা বেগম, শারমিন আখতার রেজ্জনা, মোঃ নাসির উল্লাহ, তামান্না শবনম পাপড়ি, রুমানা ইয়াসমিন, মিতা চক্রবর্তী, মোহাম্মদ জুলফিকার, শায়লা শারমিন, রেজিয়া ফারহানা খান, সুব্রত পাল, রাবেয়া ভূঁইয়া।
নৃত্য পরিবেশনায়	:	মোফাসসেল হোসেন আলিফ (বাংলাদেশ)।
উপস্থাপনায়	:	দিলশাদ চৌধুরী ছুটি, আতিয়া মাহজাবীন, মাসুদ মারফি।
যন্ত্র বাদক	:	হিরন চৌধুরী, ড.পল গোমেজ, সাধক চক্রবর্তী, মুসাওইর করিম।
কবিতা	:	মোঃ কবির কিরন, দিলশাদ চৌধুরী ছুটি, আতিয়া মাহজাবীন, শহীদুল ইসলাম মিলন।
মঞ্চ সজ্জা	:	আবু হাসনাত জুলফিকার, এম একরামুল করিম, মাসুম আমিন, লিপিকা সাহা, হাফিজুর রহমান।
সাউন্ড	:	জামিল খান
প্রজন্ম	:	ফাতিহা নূর নৈঋত, জাসিয়া নূর আবৃত্তি, তাহিয়াতুল তাসবীহ, তাহরাত সাবেকীন আয়াত, নায়লা কবির, তাকওয়া সেহরিশ, ফারজান আহমেদ, অনুষা সাহা, অরোরা ফারদিন, আরিব ফারদিন।
প্রচ্ছদ	:	আব্দুল্লাহ আল নোমান
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	সাদেক চৌধুরী, সাঈদ আলম টিটো
মুদ্রণে	:	গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ড ৯১৭-৪৯৫-৮০৭৫



আয়োজনে:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই
এসোসিয়েশন ডিসি (JUAADC)



এই আমার ক্যাম্পাস



JU Global Reunion 2025 Organizing Team

Convener: Dr. Sadeq R Chowdhury (JU-10, Stat, MD)

Co-Convener: Syed I Alam Titu (JU-16, Hist, MD)

Planning & Oversight:

Hiron Choudhury (JU-1 Eco, VA)

Ekramul Karim (JU-1 Stat, NY)

Accommodation, Logistics & Hospitality:

AKM Ashraful Haque (JU-10, Stat, BD)

Fahim Bhuiyan (JU-17 Eng, MD)

Murad Mohshin (JU-16 Gopol, CA)

Website Development & Maintenance:

Shamim Ashrafi (JU-25 Anthro, GA)

Shahariar Alam (Developer/Consultant, BD)

Reception & Registration Desk:

Nazrana Chowdhury (JU-10 Stat, MD)

Marystella Ahmed Syamoli (JU-12 Eng, NJ)

Dr. Rumana Yasmeen (JU-27 Phar, MD)

Magazine/Editorial:

Akhtar Ahmed Rasha (JU-10 Eng, NJ)

Khaled Monir Joseph (JU-10 Geo, NY)

Food & Beverages:

Dr. Golam M Farooque (JU-3 Stat, VA)

Ashutosh Saha (JU-09 Phy, NY)

Mohammad Ali (JU-14 Stat, VA)

Finance & Budget:

Musawir Karim (JU-2 Eco, VA)

M Ekramul Karim (JU-23 BBA, VA)

Fund Raising : Hiron Choudhury (JU-1 Eco, VA)

Dr. Sadeq R Chowdhury (JU-10, Stat, MD)

Akhtar Ahmed Rasha (JU-10 Eng, NJ)

Khaled Monir Joseph (JU-10 Geo, NY)

AKM Anisul Haque Liton (JU-16 Stat, BD)

Advertisement Collection:

M Faizul Islam (JU-4 Eco, VA)

Md Tahiat Hossain (JU-09, Eco, BD)

Anowar Hossain Mirdha Belu (JU-10 Geo, BD)

Registration & Communication :

M Kabir Kiron (JU-10 Phy, NJ)

Mamun Kaysar (JU-14 Eco, ON)

Masum Amin (JU-20 Bot, VA)

Cultural Team:

Dilshad Choudhury Chhuty (JU-19 Bot, MD)

Atia Mahzabeen (JU-19 Geo, VA)

Picnic Committee:

Mohammad Ali (JU-14 Stat, VA)

Hafiz Rahman (JU-19 Stat, MD)

M Ekramul Karim (JU-23 BBA, VA)

M Shahidul I Milon (JU-29 Drama, VA)

Local Committees

Bangladesh: M Tahiat Hossain (JU-09, Eco, BD)

Anowar Hossain Mirdha Belu (JU-10, Geo, BD)

Sk Monowar Hossain (JU-10, BD)

AKM Ashraful Haque (JU-10, Stat, BD)

AKM Anisul Haque Liton (JU-16, Stat, BD)

New York: Mozammel Haque Dulal (JU-8, Phy, NY)

Shamimara Begum (JU-23, Eng, NY)

Tamanna Sabnam Papri (JU-29, Phy, NY)

Toronto, Canada: Mizan Talukder (JU-9, Geo, ON)

Mamun Kaysar (JU-14 Eco, ON)

Ashraf Siddiqui Rana (JU-27, IBA, ON)

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ

সবুর খান (ডায়েকোডিল ইন্টা. বিশ্ববিদ্যালয়)
শেখ মনোয়ার হোসেন (সিরাজগঞ্জ ইকোনোমিক জোন)
আবু হানিফ (ওয়ারিংটন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)
ড.ফাইজুল ইসলাম (কাইফ ফাউন্ডেশন)

কৃতজ্ঞতাঃ

খালেদ মনির জোসেফ
আখতার আহমেদ রাশা
আনোয়ার হোসেন মিরধা বেলু
মোঃ কামরুল আহসান
এ কে এম আনিসুল হক লিটন
মুরাদ মহসীন
আনিস খান
শামীম আশরাফী
মামুন কায়সার
JUAADC কার্যকরী কমিটি





দম্পাদকীয়

স্মৃতির ভেলায় তারুণ্যের জয়গান

আখতার আহমেদ রাশা

ক্যাম্পাসের কথা মনে হতেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ প্রান্তর, শীতের সকালে পাখির কিচিরমিচির, আর লাল ইটের দালানগুলো। এই সবুজ চত্বরেই আমাদের সোনালি দিনগুলো কেটেছে, গড়ে উঠেছে অজস্র স্মৃতি আর অটুট বন্ধুত্ব।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; এটি এক প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা, অসংখ্য স্মৃতি আর অফুরন্ত তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি। এই সবুজ ক্যাম্পাসের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে আমাদের তারুণ্য আর স্বপ্নের দিনগুলোর পদধ্বনি। যেকোনো রিইউনিয়নেই আমরা স্মৃতির সরণি বেয়ে ফিরে যাই সেই সোনালী অতীতে, যেখানে আমরা ছিলাম এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের নানা বাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাবির প্রাক্তনরা আজ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে অনেকেই বিদেশের মাটিতেও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। শিক্ষক, গবেষক, শিল্পী, সাহিত্যিক কিংবা সফল উদ্যোক্তা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাক্তনরা জাবির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই অর্জন কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটি আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাসেরও অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত জ্ঞানচর্চা, সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্য আর উদার পরিবেশই হয়তো আমাদের এমনভাবে বিকশিত হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই মিলনমেলা কেবল পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করার সুযোগ নয়, এটি নতুন করে সম্পর্ক গড়ার, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এবং তারুণ্যের সেই নির্মল আনন্দকে আবার ফিরে পাওয়ার এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম। ক্যাম্পাসের বটতলা, শহীদ মিনার, লেকের পাড়, সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চ, প্রাস্তিক – কতশত স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এসব স্থান। এই মিলনমেলায় প্রাক্তনরা একত্রিত হয়ে ফিরে পাবে সোনালি দিনগুলির পুরনো দিনের সেই আড্ডা, গান আর উচ্ছ্বাস। নতুন প্রজন্ম হয়তো জানতে পারবে তাদের অগ্রজদের পথচলার গল্প, আর প্রাক্তনরা খুঁজে পাবেন তাদের ফেলে আসা দিনের প্রতিচ্ছবি।

আজ আমাদের পুনর্মিলনীতে এমন বহু দম্পতি অংশগ্রহণ করছেন, যারা ক্যাম্পাসের প্রেমের হাত ধরেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে হেঁটে যাওয়া সেই চেনা মুখগুলোই আজ সুখের সংসার সাজিয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে জাবির ক্যাম্পাসের প্রেম কতটা গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার হিসেবে আমরা তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য শুভকামনা জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি, এই মিলনমেলা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনদের মধ্যে সেতুবন্ধন আরও দৃঢ় করবে। একই ক্যাম্পাসের ছায়ায় বেড়ে ওঠা এই মানুষগুলো একত্রিত হয়ে নতুন স্বপ্নের বীজ বুনবেন, যা হয়তো আগামী জাহাঙ্গীরনগরকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আসুন, সকলে মিলে এই মিলনমেলাকে সফল করি। তারুণ্যের সেই উদ্দামতা আর জাহাঙ্গীরনগরের চিরন্তন বন্ধনকে নতুন করে উদযাপন করি। প্রিয় ক্যাম্পাসের ডাকে সাড়া দিয়ে আরও একবার প্রমাণ করি, "আমরা জাহাঙ্গীরনগর, আমরা এক পরিবার!"

পরিশেষে এই গ্লোবাল রিইউনিয়ন সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া এমন একটি বিশাল আয়োজন সফল করা সম্ভব হতো না। অল্প সময়ের মধ্যে এই ম্যাগাজিনটি সম্পন্ন করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। আশা করছি কোন ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

১০ম ব্যাচ, ইংরেজী বিভাগ





Message from The Convener

Sadeq R. Chowdhury, PhD

An alumni network plays a crucial role in shaping and maintaining the image of a university and its graduates. All prestigious universities across the globe have active alumni communities that not only cater to the social and networking needs of their members but also contribute to the university's academic and research advancements.

Jahangirnagar University (JU) has a great reputation for the unique bonding and fellowship among its alumni. This deep connection is largely attributed to the university's residential campus, set on a beautiful landscape, and its relatively small enrollment size. These factors have nurtured a close-knit alumni community, which is often reflected in the lasting relationships among JU graduates and the vibrancy of their social engagements.

JU alumni are now spread across the world, making valuable contributions to society and the economy both at home and abroad. Their professional achievements and deep-rooted alumni connections represent a powerful resource. Reunions like this are not only occasions to reconnect with old friends, catch up, and strengthen our network, but also an opportunity to harness our collective strength, reflect on our shared journey, and explore ways to give back — to the alumni community, our beloved university, and the broader society.

The last JU reunion in North America — the 50th Anniversary Celebration held in New York in 2022 — was an incredibly productive, entertaining, and memorable event. Considering its success, it was decided to hold similar reunions every 2-3 years, rotating among different cities across North America. In line with that vision, the JU Alumni Association in Washington, D.C. (JUAADC) took the initiative to host this global reunion in the D.C. area — an initiative that quickly gained enthusiastic support from JU alumni not only across North America but also from Bangladesh and other countries.

I extend my heartfelt thanks to everyone who came forward and contributed their time, ideas, and resources to organize this grand event. Without your help, this would not have been possible. I hope you find this gathering enjoyable, meaningful, and inspiring — and that it sparks ideas for how we, as a community, can continue to grow, support one another, and contribute to the greater good.

Let us make this another successful reunion — and keep alive the tradition of meeting every 2–3 years in different cities.

Long Live JU bonding!

Convener

JU Reunion DC 2025

10th Batch, Statistics





জাবিতে ক্রেটেছে সোনালী দিন: স্মৃতির পাণ্ডায় এক জাবিয়ানের পথচলা

সাইদ আলম টিটো, যুগ্ম আহবায়ক

প্রিয় জাবিয়ান বন্ধুগণ,

১৯৮৩ সালের এক সন্ধ্যায় ভাংগের হাত ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম পদার্পণ। লাল ইমারত আর মনোরম পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, যেন কোনো বিদেশি ক্যাম্পাসে এসেছি! সেই মুগ্ধতা থেকেই ১৯৮৬ সালে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়ে আমার জাবি জীবনের শুরু। শিক্ষাজীবনে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বন্ধুদের সঙ্গে এক দারুণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নৃ-বিজ্ঞানের বন্ধু শিশির কুমার শীলের অনুপ্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়, যা আমাকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। ছাত্র কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক বি আর খান স্যারের উৎসাহে কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত হই এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ও গণনার মতো অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ইতিহাস বিভাগের প্রতি আমার ছিল বিশেষ টান, যেকোনো প্রয়োজনে সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

১৯৮৮ সালের বন্যায় শিক্ষকদের সাথে মিলে বন্যাকবলিত শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে অংশ নেওয়ার স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল। নৌকা ছাড়া এক হল থেকে অন্য হলে যাতায়াত করা যেত না। অধ্যাপক বি আর খান স্যারের তত্ত্বাবধানে আমরা শ্যালো বোট করে প্রায় ২৫-৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে উদ্ধার করে ঢাকায় নিয়ে আসি। শিক্ষক-ছাত্রের এমন নিবিড় সম্পর্ক আমার জাবি জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমানে প্রায় দুই দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবার নিয়ে বসবাস করছি। ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড ও ডিসি এলাকায় বসবাসরত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসোসিয়েশন (JUAADC)-এর সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিন বছর আগে নিউইয়র্ক সিটিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি সফলভাবে উদযাপিত হয়, যেখানে অ্যাসোসিয়েশন বিশ্বজুড়ে এমন মিলনমেলার ধারাবাহিকতার আশা প্রকাশ করেন। সেই ধারাবাহিকতায়, JUAADC এই বছর জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫ আয়োজন করতে যাচ্ছে, যা ২৫, ২৬ ও ২৭ জুলাই তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সকল জাবিয়ান ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের বিনীত আহ্বান, আপনারা এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এটিকে সফল করুন, যাতে ভবিষ্যতে এমন মিলনমেলা আরও আয়োজিত হতে পারে। দলমত নির্বিশেষে অনেক জাবিয়ানই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই মহামিলনে অংশ নিচ্ছেন। আশা করি, সবাই মিলে আমরা আরেকটি সুন্দর ও স্মৃতিমধুর পুনর্মিলনী উদযাপন করতে পারব।

জাবি বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। সকলের জন্য রইল শুভকামনা।

১৬ তম ব্যাচ, ইতিহাস বিভাগ



প্রতিদিন পাখি দিন





JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY
Savar, Dhaka-1342, Bangladesh

Prof. Dr. Mohammad Kamrul Ahsan

MA (JU), MA (Sofia), PhD (Cardiff, UK)

Vice Chancellor

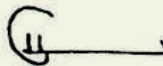
Message from the Vice Chancellor

I am filled with profound pride to see the Jahangirnagar University Alumni Association in Washington D.C. (JUAADC) hosting a grand global reunion in the USA. In connection with this event, a magazine is also taking shape. I would like to extend my compliments for organizing such a significant occasion. For me, this gathering is a testament to the strong bond that connects us all to Jahangirnagar University. I believe that the diverse programs and seminars planned will further strengthen our connections as alumni. The accomplishments of our graduates are truly inspiring. Over the years, Jahangirnagar University, with its rich and illustrious history, has been shaped by its remarkable alumni. Without their invaluable support, the university would not have achieved its status and illustrious reputation. From leadership roles in various industries to groundbreaking research and innovation, our alumni continue to make a lasting impact on the world. At this moment, I would like to pay tribute to our cherished alumni, both past and present.

However, our beloved university now calls upon us to undertake a new task: to help realize its vision of becoming the most sought-after center of excellence in higher education globally. The upcoming celebration of our grand reunion in the USA serves as a friendly reminder to renew our commitment to our cherished alma mater. Let us all work together in unity to achieve this goal. I trust that we will draw on a deep spirit of togetherness to carry forward our pride and continue representing our beloved university by honing our skills and services, as always.

I sincerely wish for the program to be a resounding success and for it to fulfill its mission and vision.

Yours,

 04-07-2025

Mohammad Kamrul Ahsan Ph.D. (Cardiff, UK)
Vice Chancellor
Jahangirnagar University





PROUD
SPONSOR OF

JU Global Reunion 2025

July 25-27,
2025

Wyndham Garden Manassas
10800 Vandor Ln, Manassas,
VA 20109, United States



Shamim Ashrafi



US-BANGLA
AIRLINES

DHAKA ✈ RYADH

FARE STARTS FROM
BDT 54,065
ONE WAY

MOBILE APP
Available on the
App Store
Google Play

WWW.USBAIR.COM

HOTLINE:
+88 01777 777 800-806



Murad Mohshin
Director, Wingate

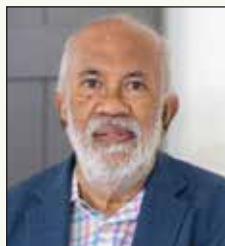
Owned & Managed by
Rio Vista Holdings LLC
818-675-0061
601 E Broadway Ave, Farmington,
NM 87401
505-636-7300
wingate07234@gmail.com



Ekramul Karim
Statistics
Batch:1, State: NY



Hiron Choudhury
Economics
Batch:1, State: VA



Belayet Khan
Geography & Environment
Batch:1, State: IL



Nurul Chowdhury
Economics
Batch:2, State: VA



Musawir Karim
Economics
Batch:2, State: MD



Abu Wahid
Economics
Batch:2, State: TX



GM Hyder
Physics
Batch:2, State: MI



Golam Farooque
Statistics
Batch:3, State: VA



Muhammad Islam
Economics
Batch:4, State: VA



M Rezaul Karim
Chemistry
Batch:4, State: TN



Alam Syed
Economics
Batch:4, ON, Canada



A.K.Fazlur Rahman
Chemistry
Batch:5, State: OK



Sher Khan
Statistics
Batch:5, State: SC



Shaikh Hashib
Geography & Environment
Batch:5, State: NY



Mozammel Hoque
Physics
Batch:7, ON, Canada



Sultana Nahar
English
Batch:7, State: OH



Rehman Mehbubor
English
Batch:7, State: OH



Shahidullah Khan Manik
History
Batch:7, State: NY



Salima Talukdar
Government & Politics
Batch:8, State: NY



Mozammel Hoque
Physics
Batch:8, State: NY



Rana Raihan
Economics
Batch:8, State: NY



Tarana Khan
English
Batch:8, State: SC



Noorjahan Begum
Physics
Batch:8, State: NY



Negar Sultana Ruby Rahman
Chemistry
Batch:8, State: OK



Nahid Raihan
Economics
Batch:8, State: NY



পাথর বালতানে স্মৃতির সুর



Nasreen Mullah
Chemistry
Batch:8, State: CA



Ashutosh Saha
Physics
Batch:9, State: NY



Farid Uddin
Statistics
Batch:9, State: NY



Helen Farid
History
Batch:9, State: NY



Md. Tahiat Hossain
Economics
Batch:9, Bangladesh



Mizan Talukder
Geography & Environment
Batch:9, ON, Canada



Nasrin Karim
Economics
Batch:9, State: TN



Khaled Joseph
Geography & Environment
Batch:10, State: NY



Akhtar Ahmed
English
Batch:10, State: NJ



Anowar Hossain Mirdha
Geography & Environment
Batch:10, State: BD



Sadeq Chowdhury
Statistics
Batch:10, State: MD



Nazrana Chowdhury
Statistics
Batch:10, State: MD



Rezaul Karim Hashmi
Geography & Environment
Batch:10, State: CA



Sk Monowar Hossain
Bangla
Batch:10, Bangladesh



Jalal Khalifa
Chemistry
Batch:10, State: CA



Sadhak Chakroorty
Statistics
Batch:10, State: MD



Zia Haque
Statistics
Batch:10, State: ON



Shah Alam
Statistics
Batch:10, State: NY



Nahid Sultana
Bangla
Batch:10, State: NY



Mohammed Kabir
Physics
Batch:10, State: NJ



Anm Khandaker (Miron)
Government & Politics
Batch:10, State: NY



Saiful Haque Khan
History
Batch:10, Bangladesh



AKM Ashrafal Haque
Statistics
Batch:10, Bangladesh



Sharif Uddin
Statistics
Batch:11, State: MA



Seheli Uddin
History
Batch:11, State: MA





Kauser Firdous
Statistics
Batch:11, ON, Canada



Mariyam Khatun
Geography & Environment
Batch:11, ON, Canada



Ashfika Elora
Geography & Environment
Batch:11, ON, Canada



Aliya Banu
Statistics
Batch:11, ON, Canada



Mominul Khan
Economics
Batch:11, State: MD



Firoz Firozzaman
Mathematics
Batch:11, State: AZ



AKM Mahiuddin Ahmed
Economics
Batch:11, Bangladesh



Naheeda Akhter
Economics
Batch:11, Bangladesh



Ayesha Siddiqua
Mathematics
Batch:11, State: SC



MD Alam
Economics
Batch:11, Bangladesh



Mahbub Choudhury
Economics
Batch:11, State: TX



Marystella Ahmed
English
Batch:12, State: NJ



Rishi Chakraborty
Statistics
Batch:12, State: NC



Shamim Ara
Statistics
Batch:12, Bangladesh



Dr Md Abu Naim Sheikh
Economics
Batch:12, Bangladesh



Mahfuzul Kabir
Statistics
Batch:12, Bangladesh



Dr. Md. Sabur Khan
Statistics
Batch:13, Bangladesh



Habib Rahman
Government & Politics
Batch:13, State: NJ



Arif Ahmed
Chemistry
Batch:13, State: GA



Fahmida Dehlvi
Economics
Batch:13, State: TX



Mamun Kaysar
Economics
Batch:14, ON, Canada



Mst Sarawat Jahan
Economics
Batch:14, ON, Canada



Taniya Hossain
Statistics
Batch:14, State: NC



Tanjina Yasmin
Chemistry
Batch:14, State: MA



Mohammad Ali
Statistics
Batch:14, State: CA



পাঠ্য বসন্তে স্মৃতির সুর



Fahmida Rekja Banu
English
Batch:14, State: GA



Mohammad Haque
Physics
Batch:15, State: DE



Shaheen Hasnat
Statistics
Batch:15, State: NY



Mohammad Huda
Philosophy
Batch:15, State: FL



Mostafizur Rahman
Chemistry
Batch:15, State: IL



Afreen Nahar
Chemistry
Batch:15, State: NJ



Syed Alam
History
Batch:16, State: VA



Babu Markus Gomes
Economics
Batch:16, Bangladesh



Murad Mohsin
Government & Politics
Batch:16, State: CA



Kabita Rahman
Government & Politics
Batch:16, State: CA



A K M Haque
Statistics
Batch:16, Bangladesh



Monjur Hossain
Statistics
Batch:16, ON, Canada



Meherun Nahar
Physics
Batch:16, State: NY



Khaled Abdullah
English
Batch:16, ON, Canada



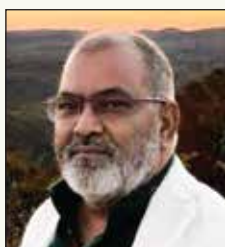
Helena yeasmin
Government & Politics
Batch:16, Bangladesh



Joty Sattar
Statistics
Batch:16, State: VA



Md Amir Abbas
Mathematics
Batch:16, State: VA



Md Faridur Rahman
Economics
Batch:16, State: NY



Mohammad Kamrul Ahsan
Philosophy
Batch:16, Bangladesh



Mohammad Rahman
English
Batch:16, State: NY



Fahim Bhuiyan
English
Batch:17, State: WV



Mahmuda Nasrin
English
Batch:17, ON, Canada



Lipika Saha
Physics
Batch:18, State: MD



Atia Mahzabeen
Geography & Environment
Batch:19, State: VA



Dilshad Choudhury
Botany
Batch:19, State: MD

পাখির বনতানে স্মৃতির সুর



Md Hafiz Rahman
Statistics
Batch:19, State: MD



Masum Amin
Botany
Batch:20, State: VA



Muhammad Tariq Mahmud
Geography & Environment
Batch:20, Bangladesh



Abdullah Al Haroon Sharif
Geography & Environment
Batch:20, Bangladesh



Ruhul Amin
Government & Politics
Batch:20, State: NY



Mohammed Rahman Polin
Geography & Environment
Batch:20, State: NY



Mizanur Rahman (Badhon)
Geography & Environment
Batch:20, State: TX



Malik Mamun
Archaeology
Batch:20, ON, Canada



Md Nasir Uddin Bhuiyan
Statistics
Batch:20, State: NY



Mohammad Farazi
Mathematics
Batch:21, ON, Canada



Atal Arifujahan
Bangla
Batch:22, ON, Canada



Makim Uddin
Economics
Batch:22, Bangladesh



Mohammad Karim
Business Administration
Batch:23, State: VA



Mohammad Nasirullah
English
Batch:23, State: NY



Shamimara Begum
English
Batch:23, State: NY



Syed Estem Dadul Islam
Statistics
Batch:23, State: MD



Sharmin Akter
Anthropology
Batch:24, State: NY



Shamim Ashrafi
Anthropology
Batch:25, State: TX



Mohammad Aboul Kalam Azad
Pharmacy
Batch:25, State: IN



Mst Taslima Khatun
Government & Politics
Batch:25, Bangladesh



Kazi Mahmood
English
Batch:26, State: ON



Sohana Haque
English
Batch:26, State: ON



Hashi Rahman
Bangla
Batch:26, ON, Canada



Shohel Pervez
Geography & Environment
Batch:26, State: VA



Rumana Yasmeen
Pharmacy
Batch:26, State: MD



পাঠ্য বস্তুতে স্মৃতির সুর



Rasel Emam
Economics
Batch:27, ON, Canada



Ashraf Siddique
Business Administration
Batch:27, ON, Canada



Subrata Paul
English
Batch:27, State: NJ



Rezia Farhana Khan
Economics
Batch:27, State: NJ



Anis Zaman
Statistics
Batch:27, UK



Abu Hasanat Md Zulfiker
Pharmacy
Batch:27, State: MD



Nahid A-Ashrafi
History
Batch:28, ON, Canada



Tamanna Shabnam
Physics
Batch:29, State: NY



Shahid Milon
Drama & Dramatics
Batch:29, State: VA



Saiful Masud
Drama & Dramatics
Batch:29, State: VA



Golam Rabbani
English
Batch:29, ON, Canada



Normin Abedin
Computer Science & Engineering
Batch:29, State: VA



Kazi Shihab
English
Batch:30, ON, Canada



Nawreen Akhter
English
Batch:30, ON, Canada



Monowar Hossain
Mathematics
Batch:30, State: NY



Md Mahbub Alam
Mathematics
Batch:30, ON, Canada



Mohammad Hoque
Mathematics
Batch:31, State: NY



Ankhi Halder
English
Batch:32, Bangladesh



Farjana Jahan
Biochemistry and Molecular Biology
Batch:33, ON, Canada



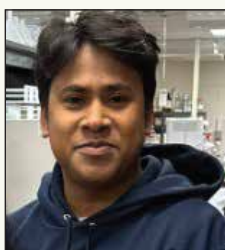
Sayema Akter
Anthropology
Batch:33, State: OH



Shamim Ruchi
Mathematics
Batch:37, State: VA



Amena Begum
Mathematics
Batch:37, State: VA



Mahmud Hasan
Mathematics
Batch:37, State: VA



Rabeya Bhuiyan
Bangla
Batch:38, State: NY



Md Mofassal Hossen
Microbiology
Batch:41, Bangladesh





Tasfia Tabassum
Business Administration
Batch:42, State: VA



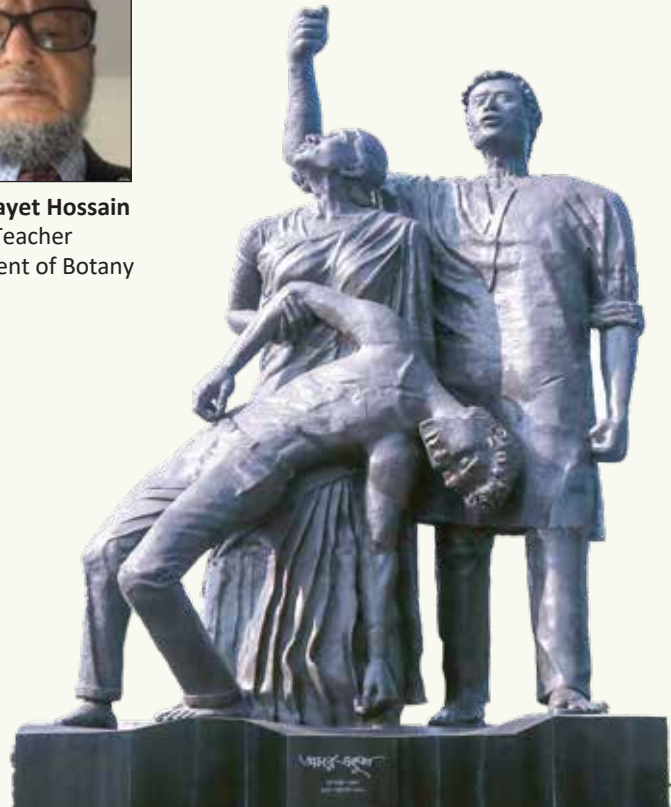
Mirza Wajed Ali
JU Teacher
Department of Statistics



ABM Enayet Hossain
JU Teacher
Department of Botany



Dr. Selima Sultana
Geography & Environment
Batch:12, State: NC



Warm congratulations to all alumni on the occasion
of JU's Global Reunion 2025.



kw
KELLERWILLIAMS
REALTY BUFFALO NORTH TOWNS

Mohammad H Rahman
REAL ESTATE SALESPERSON

Cell: 585.689.1726 | Off: 716.832.3300
5500 Main St, Williamsville, NY
mmhrrealestate@gmail.com



দিন-রাত ২৪ ঘন্টা **সোনালী ব্যাংক** আপনার সেবায়
প্রবাসীরাও বিদেশে বসেই
Sonali eSheba অ্যাপস এ
মাত্র ২ মিনিটে হিসাব খুলতে পারবেন



ঘরে বসে মাত্র
২ মিনিটে একাউন্ট খোলা

ইনকাম ট্যাক্স/ভাট/
ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ

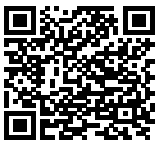
একাদশ/দ্বাদশ/
অনার্স ভর্তি ফি প্রদান

HSC/ সমমানের
ফর্ম ফিল্লাপ ফি প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন/
ফি/বুয়েট ফি প্রদান

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং
ফাইনান্স এর কিস্তি প্রদান
ও অন্যান্য সেবা ...

প্রবাসীরা বিদেশে
বসেই একাউন্ট
খুলতে পারবেন



Download on
Google Play

Download Link

<https://www.sonalibank.com.bd/SonaliSheba.php>



২৪/৭ হটলাইন

১৬৬৩৯

+৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯



সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

www.sonalibank.com.bd





Establishing a Functional Biological Sciences Faculty from a Defunct Institute at Jahangirnagar University

Jahangirnagar University conceived the idea of establishing an Institute of Life Sciences for a number of years in the past 20th century since 1983. But all the previous efforts failed. However, under the active promotion and encouragement of late Prof. Kamal Uddin Ahmed, the Institute started its academic activities in the session of 1985-'86 under the leadership of late Prof. Syed Safiullah (Dept. of Chemistry) as its adviser. Although the Statutes and the Syllabi were not framed yet, students were admitted under the two Sections, namely Botany and Zoology, at B.Sc.(Hons.) level.

The Statutes and the Syllabi were later on framed and subsequently passed by the authorities of the JU. But, owing to an insurmountable and practical problem for awarding academic degrees to the admitted students, the Statute Committee had no other alternatives than to offer Bachelors Degree (Hons.) in the concerned subject. The seed of the Faculty of Biological Sciences was sown and the idea of establishing an unique seat of higher learning and research under the banner of the Institute of Life Sciences was thrown into iced shelf. The Faculty of Biological Sciences was recognized in the year of 2001. At present, the Faculty consists of altogether 7(seven) different Departments.

Serving as one of the pioneer teachers and stewarding the Institute of Life Sciences(now the Faculty of Biological Sciences) as a Teacher-in-Charge and subsequently as the first Director of Life Sciences, I feel proud of the success and achievements of the students and teachers of the Faculty both home and abroad. Our Faculty students are now well placed in many of the overseas countries, especially in North America, Australia, Canada, New Zealand, and Eastern Europe. I wish all of them a heartfelt felicitation and grand success in their future life and career. As an alumnus for each of his/her Department, he/she is the grand ambassador of the great alma mater and can contribute a lot for academic excellence of his/her institution.

I do hope and believe that the global reunion of JU would be a spectacular success and for which JUAADC shall have to be credited. In this auspicious occasion, I would like to request the authorities of the JU and the alumni of the Faculty of Biological Sciences to take appropriate initiatives, drives and persuasion for materializing the dream and vision of those academic intellectuals by establishing a separate Institute of Life Sciences which is now defunct in the Statutes of the concerned educational institution. This will be a milestone towards achieving MDG initiatives by our beloved country.

On my behalf and all the teachers, staffs, students and well wishers connected with the Institute of Life Sciences of JU which is subsequently transformed into the Faculty of Biological Sciences, I extend my heartfelt felicitations to the Executive Committee of JUAADC who dreamt about and finally materialized this commendable celebration.

Prof. Dr. A.B.M. Enayet Hossain (Retd.)

Department of Botany, JU.

Ex. Director, Institute of Life Sciences





চিরচেনা ক্যাম্পাস রেজাউল করিম

জাহাঙ্গীরনগরের স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকা কিছু দিন, কিছু মানুষ, কিছু ভালোবাসা
জাহাঙ্গীরনগরের স্মৃতিগুলো আজও চোখে ভাসে। একেবারে জীবন্ত, স্পষ্ট। মনে পড়ে, এই তো সেদিন ঢাকা-আরিচা রোড ধরে আসা
বাসে করে নেমেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে। হেঁটে চলেছিলাম আমার গন্তব্যের দিকে—যেখানে আগে থেকেই আমার বড় ভাই
থাকতেন, পড়াশোনা করতেন। আমি এসে দখলই করে নিলাম তাঁর রুমটি। তারপর ভর্তি পরীক্ষা, আর কেমিস্ট্রিতে সুযোগ পেয়ে শুরু
হয়ে গেল আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। খোলা মাঠ, পুকুর, সবুজ গাছগাছালি—এই শান্ত ক্যাম্পাস আমার খুব তাড়াতাড়িই আপন হয়ে
গেল। সময়ের সঙ্গে দিন পেরোল, মাস, বছরও। কখন যে জাহাঙ্গীরনগরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, নিজেই বুঝতে পারিনি। আজ
জানি, সেই প্রেম ছিল গভীর, একান্ত, এবং স্থায়ী। হৃদয়ের এক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তার বসবাস।

প্রান্তিকের আড্ডায় দিন কাটতে লাগল। ক্লাস মিস করাটা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তখন কোর্স ছিল ৩ বছরের বিএসসি
(অনার্স), ১ বছরের এমএসসি। বছর শেষে একবারে ৯টি বিষয়ে পরীক্ষা হতো। একটিতেও ফেল করলে বড় বিপদ—তবে সে গল্পে
আজ না যাই। প্রথম বর্ষ কেটেছিল বেশ ভালোভাবেই। দ্বিতীয় বর্ষের শেষে এসে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের প্রভোস্ট
কলিমুল্লাহ স্যার একটি সাংস্কৃতিক সপ্তাহ আয়োজন করলেন। পুরো ক্যাম্পাস যেন জেগে উঠল। গান, আবৃত্তি, নাটক—সব কিছুর মহড়া
চলতে লাগল। নাটকের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল, মৌলিক হতে হবে। আমাদের দলে ছিলেন হুমায়ুন ফরীদি—যিনি লিখলেন নাটক: আস্তত্ব
আগুন ও হিরণ্যময়ীদের বৃত্তান্ত। তিনি ছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক ও পরিচালক। আমি এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করি। ফরিদী আমার
এক বছর পরে এলেও আমার বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেলো। অন্য দুটি নাটকেও আমার অংশগ্রহণ ছিল। একটি ছিল কেমিস্ট্রি প্রথম
ব্যাচের আশরাফ ভাইয়ের লেখা, এটাতেও আমি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করি
য কয়েকমাস কেটে গেল এই ব্যস্ততায়। তখনো জানতাম না—এই স্মৃতিগুলো একদিন বুকের গভীরে জমা থাকবে, ফিরে তাকালেই
হৃদয়ে বয়ে যাবে একরাশ স্নিগ্ধতা।

এরপর আবার ফিরে এলাম স্বাভাবিক ছন্দে—পড়াশোনা আর আড্ডার মাঝে। মনে হতো, পড়াটা যেন পার্ট-টাইম, আড্ডাই ফুল-টাইম
পেশা! তৃতীয় বর্ষে সুযোগ এলো ঢাকা থিয়েটারে কাজ করার। ফরিদীও ছিলেন সেই দলে। পরীক্ষার আগেই আমি দলের সঙ্গে যুক্ত
হই, প্রতিদিন ঢাকায় রিহার্সেল—ওঁটার বাসেই যাতায়াত হতো। ধীরে ধীরে প্রান্তিকের আড্ডা ফিকে হয়ে গেল। এভাবেই কেটে গেল
পাঁচটি বছর।

স্নাতক জীবনের শেষের দিকে, এক বিকেলে দূর থেকে তাকে প্রথম দেখি। আনু মুহাম্মদের সহযোগিতায় তার সঙ্গে কথা হয় প্রান্তিকের
ছাপড়া চায়ের দোকানে। সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু আমাদের পথচলা—যা আজো চলছে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো,
অনুভূতিগুলো, একসাথে গাঁথা হয়ে আছে সেই অধ্যায়ে।

আমরা গর্বিত—জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই ক্যাম্পাস শুধু শিক্ষা দেয়নি, গড়ে দিয়েছে জীবনবোধ,
সম্পর্ক, শিল্পচর্চা আর ভালোবাসার আসল মানে।

বঁচে থাকুক জাবি চিরকাল। থাকুক সবার হৃদয়ে—প্রাণের মতো।

৪র্থ ব্যাচ, রসায়ন বিভাগ





বিপ্লব

আবু এন এম ওয়াহিদ

বিপ্লবের পর ঘরে ঢুকেছিলাম একজোড়া পোড়া জুতো পায়ে,
মায়ের মুখ অন্ধকার,
সে বুঝতে পারেনি, তার ছেলে মানুষ হলো, নাকি
আরও একটা পাথর!

আমরা একসময় একসাথে ছিলাম –
আটজন, দশজন, পঁচিশজন – কারও কাঁধে বন্দুক, কারও বুকে
কবিতা,
কারও মুখে আঙুন, কারও চোখে নোনা নদী...।
বিপ্লবের সময়,
মৃত্যু ছিল একটি সহজ ছুটি, আর ভয় ছিল না আমাদের শরীরের
কোনো স্থায়ী বাসিন্দা।

তখন আমরা বিশ্বাস করতাম
শুধু গুলি নয়,
ভালোবাসাও শত্রুর বিরুদ্ধে একটি ধারালো অস্ত্র।

তারপর...।
বিপ্লব হলো,
নেতা উঠলেন মঞ্চে,
বুক ফেটে চিৎকার করলেন–
"আমরা জিতে গেছি!"

পিছনে পড়ে রইল যে, সে আমার ভাই,
তার শরীরে শত্রুর ঘামের গন্ধ ছিল না,
শুধু অন্যরকম প্রশ্ন ছিল তার মুখে।
প্রথম ভুলটা সেখানেই হলো।

শত্রুরা তখন আর বুট পরে আসেনি,
ওরা এসেছিল অফিসারের হেসে-চলা মুখে,
চুক্তিপত্রে,
দলীয় সংবর্ধনায়,
আত্মজীবনীতে লেখা
"আমিও একদিন ছিলাম বিপ্লবী" কথাটির আড়ালে।

আমরা বুঝিনি,
পরাজিত শত্রুরা মরে না, তারা রঙ বদলায়–
কখনও ফুল হয়ে, কখনও কাঁটা হয়ে ফোটে।
দ্বিতীয় কারণটা আরও গভীর, আরও একাকী।

পাখির বলতানে স্মৃতির সুর

বিপ্লবের পর আমরা ঘরে ফিরলাম,
বোনের চোখে দীর্ঘদিনের ভয়,

ভাইয়ের কাছে অচেনা ভাই,
রাতের খবরে আমাদের মুখ নেই–
সেখানে শুধু অভিযোগ আর অনুযোগ।

একদিন
এক বিপ্লবী বলেছিল,
"চাচা, আমার বোনের স্কুল-ফি বাকি।
আমি আর পারছি না মিছিলে যেতে।"

আরেকজন–
একজন শিল্পপতির সাথে বৈঠক করে এলো,
কারণ তার ঘএঙ ঢালাতে ফান্ড দরকার।

বিপ্লব আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাল না,
আমরাই ফাটল ধরলাম বিপ্লবের গায়ে।

আজকাল আমি একা হাঁটি,
একটা রক্ষ, ধুলোমাখা, জ্যামের শহরে–
যেখানে বিপ্লবের কথা বললে লোকে হাসে,
আর ভালোবাসার কথা বললে বলে,
"বয়স হলো না তোমার?"

এখন মাঝে মাঝে মনে হয়–
বিপ্লবটা আসলে কোনো দিন হয় না।
যা হয়, তা কেবল একদিনের ঝড়,
তারপর শুরু হয় এক দীর্ঘ গরম দিন,
যেখানে আমাদের সবার বুকে ভয়, চোখে বিরক্তি,
আর হৃদয়ে – এক ভয়াবহ শূন্যতা।

আমি জানি,
বিপ্লবের চেয়ে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক বেশি কঠিন।
তাতে রক্ত নয়,
সময় লাগে, আত্মত্যাগ লাগে এবং অসম্ভব ধৈর্য–
যা আমাদের নেই।

তুমি যদি কোনোদিন আমার কবরে আসো,
দেখবে একটা ছোট্ট লেখা খোদাই করা–
"এখানে শুয়ে আছে সেই মানুষ,
যে বিপ্লবের পরে মানুষ থাকতে চেয়েছিল–
কিন্তু পারেনি।"

শেষ অব্দি, বিপ্লব হলো, মরেও গেল–
শুধু রেখে গেল তার ছায়াটা।
যেখানে অলসবেলায় কেউ ঘুমিয়ে পড়ে,
আর কেউ কবিতা লেখে।

২য় ব্যাচ অর্থনীতি





বন্ধনে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শামীম আরা

জাবিয়ান নামে আমরা পরিচিত। একটু খুলে বলি। আমরা যারা জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি, তাদেরকে জাবিয়ান ডাকি। সে অর্থে আমিও জাবিয়ান। বিশ্বায়নের যুগে যখন আমাদের কাছে সবকিছু হাতের মুঠোয় তখন জাবিয়ানের কার্যক্রম যেন সে অর্থেই ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। সে কথায় পড়ে গিয়ে একটু পিছন ফিরি। হ্যাঁ আমাদের জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতির পাতায় একটু হাঁটি, কারণ জাবিয়ানের সাথে সাথে সকল কিছু এসে পড়ে দৃশ্যের আঙ্গিনায়। রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে সবুজে সবুজে বনেরন্যের ভেতর লালচে ইটের গাথুণীতে প্রায় ৬৯৭.৫৬ একর জায়গা জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৭০ সালে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম ছিল জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে, এমন কী এর পরের বছর নামের পরিবর্তন করে শুধু জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। স্বাধীনতার নতুন স্বাদের তকমা নিয়ে শিক্ষার যাত্রায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে স্বপ্ন-জীবনের অনুভূতির ভেতর দিয়ে এক নিরিবিলি শিক্ষাঙ্গন এটি। পুরোটাই রেসিডেন্টসিয়াল নিয়মের সিঁড়িতে পা ফেলে ছাত্র-শিক্ষক এক বন্ধুত্বের মেলবন্ধনে এখানের শিক্ষাক্রম চলে। বিশ্ববিদ্যালয়টি আদতে অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটু ভিন্ন। কারণ এখানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন আগাম পরিকল্পনায় যেন পরিবেশটি সত্যিকার অর্থে পড়াশুনার মূখ্যম অবস্থা তৈরি করে রেখেছেন কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা, অতিথি পাখির কিচিরমিচির, বনজ গন্ধে ঋতুর আবর্তে প্রকৃতির পাঠশালার সাথে সাথে এখানের শিক্ষা-জীবন অনেক আনন্দের। যার ফলশ্রুতিতে একে অন্যের সাথে শুধু জ্ঞানের মতবিনিময়ের মাধ্যমে নয় হৃদয়ভিত্তিক আন্তরিকতায় ঢুকে গিয়ে তারা একে অন্যের আত্মীয় হয়ে ওঠে। এমন কী শিক্ষা জীবন শেষে অনেক পরেও কারো সাথে দেখা হলে তারা একে অন্যকে দেখার সাথে সাথে জাবিয়ান বলে চিৎকার করে উঠে।

সম্প্রতি আমার ৩৪তম ২০২৫ নিউইয়র্ক বইমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। চারদিনের বইমেলায় আমার চোখে পড়েছিল নতুনের উপর নতুন এক আশ্বর্য্য দৃষ্টি। আমেরিকা বলে কথা, তার উপর প্রথমবার আসলাম। তাই আমি ছিলাম সে সব নতুনত্বের ভেতর দিয়ে চোখ থেকে মনের গহিনে যাওয়ার সর্বাঙ্গিক চেষ্টায় ভিষণ ব্যস্ত। সময় পার হচ্ছির ভিষণ আনন্দে। মেলার প্রথম দিনেই দেখলাম জাবিয়ানদের যেন এক মিলন মেলা। বিদেশি বিভূঁইয়ে বাংলাভাষীদের সাহিত্য চর্চার মাঝে জাবিয়ানরা এমনভাবে ঢুকলো কীভাবে ভাবছিলাম। হ্যাঁ বলছি এবারের বইমেলায় যিনি উদ্বোধক, তিনি হলেন তরুণ প্রজন্মের কাছে এক সম্ভাবনাময় উদীয়মান লেখক জাবিয়ান সাদাত হোসাইন। ইতোমধ্যে তিনি আসলে বিশিষ্ট লেখক

বনেই গিয়েছেন। তাঁকে ঘিরেই আমেরিকাবাসী জাবিয়ানদের এমন উচ্ছ্বাস। আমিও এগিয়ে গেলাম। খুশিতে মন ভরে উঠলো। পরিচয় হলো নানান জাবিয়ানদের সাক্ষ্য গাথা কথোপকথন এবং সাথে জাবিয়ান বলে চিৎকার ধ্বনি। উত্তরসূরী ও পূর্বসূরীদের মাঝে এক স্মৃতি-মালার মেলমন্ধন। তার মধ্যে হঠাৎ জাবির শিক্ষক (সাবেক) আমার পরিসংখ্যান বিভাগের ছোট ভাই আদনানের সাথে কথা হলো। সে এখানে পড়তে এসে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছে। কিছুক্ষণ আমরা জাবিয়ানরা মেতে উঠলাম আমাদের মনের গহিনের জাবির চতুরকে ঘিরে। আহা আমরা জাবিয়ান। এর মধ্যে দেখা পেলাম আমার খুব প্রিয় ভাস্কর্য শিল্পী রাসা ভাইয়ের সাথে। তিনি এখানে প্রায় পয়ত্রিশ বছর ধরে বসবাস করছেন। আবার আমাদের বন্ধু প্রিয় তার মিসেস রাসা শ্যামলীর সাথে। তবে রাসা ভাইকে আমি বিশেষভাবে চিনি। তাঁর বিরল সব ক্রিয়েটিভ শিল্পের কারণে। তিনি পরিত্যক্ত কাঠের টুকরা দিয়ে নানান ধরনের ভাস্কর্য তৈরি করেন। এখানে আমেরিকায় তাঁর অনেক সুনাম। এ যেন এক হই হই রব এবারের ৩৪তম বইমেলায় অঙ্গন জাবিয়ানদের ঘিরে। ওদিকে চলছে তরুণ লেখক সাদাত হোসাইনের মুঠো মুঠো অটোগ্রাফ। বুঝতে পারলাম এই লেখক শুধু দেশের মাটিতে নয় দেশ ডিজিয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বাংলাভাষীদের হৃদয়ে ইতোমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন।

বইমেলায় চতুরে তাঁকে সবাই এমনভাবে ঘিরেছিল যে আমি তখনো কথা বলতে পারিনি এই প্রথিতযশা লেখক আমাদের ছোট ভাই জাবিয়ান এর সাথে। তাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন তাঁর কথা বলছিলাম অত্যন্ত গর্বের সাথে যে আমিও জাবিয়ান আর আর অনেক আনন্দ হচ্ছিল এই আমেরিকায় বইমেলায় লেখক জাবিয়ান আমাদেরকে নিউ ইয়র্কবাসীর জাবিয়ানদের আনন্দ উৎসবের ভাগীদার করে দিয়েছেন সকলের সম্মুখে। এই তো জাবিয়ান। কারণ মঞ্চে তখন সাদাত হোসাইনের মুখ চোখ চিকচিক করছিল সেটা অনুভব করতে পারছিলাম। আসলে জাবিয়ানরা খুবই একাত্ম হয়ে উঠে মুহূর্তে। তারা একে অন্যকে দেখলে কী যেন হয়, তাদের ভেতর এক আশস্ততার ভাষা ফুটে উঠে। পরে লেখকের সাথে অনেক কথা হলো। পৃথিবীর পথে পথে এমনভাবে জাবিয়ানদের জয় জয়াকার ছড়িয়ে পড়ছে ভাবতে অনেক আনন্দ হচ্ছিল। এমন অনেক অনেক জাবিয়ানের গল্প রয়েছে, দেশ ও দেশের বাইরে।

তারই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়বারের মতো আমেরিকায় হতে চলেছে জাহাঙ্গীর নগর গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫। প্রথমবার এমন আয়োজন এই আমেরিকাতেই হয়েছিল। এমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠান জাবিয়ানদের আরও সমৃদ্ধ করছে ভালোবাসার মেলবন্ধনে। দিনে দিনে আরও এগিয়ে যাক জাবিয়ানদের আলোকবর্তিতা বন্ধনের মালায় মালায় ফুলের সৌরভে। আমিও এই বন্ধনের দীর্ঘ পথযাত্রায় নিজেকে জাবিয়ান মনে করে ধন্য মনে করি বৈ কি। আগামীর পথচলায় জাবিয়ানের এমন পথ চলার আনন্দ নতুনের মাঝে নতুন দিগন্তের পথে বন্ধনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এটাই প্রত্যাশা। জাবিয়ানের জয় হোক।

১২তম ব্যাচ, পরিসংখ্যান বিভাগ





যে সময় আর আসবেনা ফিরে

মেরীষ্টেলা শ্যামলী আহমেদ

১৯৮৪ সাল! কোনো এক দুপুরে নওয়াব ফয়জুল্লাহ সাহেবের গেটের সামনে কাঁঠাল তলায় বসে দুজন গল্প করছিলাম। সবুজ শ্যামলীমায় ঘেরা ছিল আমাদের ক্যাম্পাস, যদিকেই তাকাই প্রকৃতি যেন তার রূপ মাধুর্যে ভরপুর। হঠাৎ ঝামঝাম করে বৃষ্টি নেমে এলো। বৃষ্টিতে ভিজে যাবার ভয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই দুজন এগিয়ে চললাম এক্সটেনশনের দিকে। তখন সেদিকটায় কোনো পাকা রাস্তা ছিলনা। হঠাৎ বৃষ্টিতে একেবারে কাঁদামাটির পথে হাঁটতে হলো। রাশা বললো ‘হাত ধরো, পিছলে পড়ে যাবে।’

আমিতো হাত ধরতে নারাজ। একজন ছেলের হাত ধরে হাঁটবো? আবার এই নির্জনপথে! সে তো আমার কোন আত্মীয় পরিজন নয়। কিন্তু বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা যেমন হলো তাতে হাত ধরাটা যেন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো, নাকি আমার মনেরও ইচ্ছে হলো হাত ধরতে! সেই প্রথম তরুন বয়সে একটি অপরিচিত ছেলের হাত ধরে পথ হাঁটলাম। সেই পথ আমাদের নিয়ে হারিয়ে গেল - হেঁটেই চললাম আরও কত আঁকা বাঁকা পথে। লাল ইটের পথ, একাশিয়ার পথ, কৃষ্ণচূড়ার পথ, চোরাবালির পথ, কণ্টকাকীর্ণ পথ, ভালবাসার পথ! পথের বাঁকে রয়ে গেল আমাদের গল্প; জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসের সেই কাঁঠাল তলায় হয়তো আর কখনও বসা হবেনা। সময় দুজনকে হাত ধরে নিয়ে এলো দূরে, বহু দূরে। শুধু সেই স্মৃতিঘেরা ক্যাম্পাসটি রয়ে গেল মনের গহীনে।

১২তম ব্যাচ, ইংরেজী বিভাগ





দৃষ্টিতে আর হয়না সৃষ্টি আগের মত গোলাপ ফুল কবির কিরণ

৮০'র দশকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে কয়েক যুগের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা মনে উঠতেই সেই স্বপ্নের ক্যাম্পাসের কথা মনে পড়ে যায়। সেই ক্যাম্পাস ছিলো স্বপ্নময় যার মাঝে আমরা সবাই খুঁজে পেতাম সেই বন হাঁস, শাপলাফুল, বাউগাছ, লাল ইটের রাস্তা, মুক্ত বাতাস, অসাধারণ লেক, নাম নাজানা পাখি, চৌরঙ্গী, লেডিস হল থেকে আলবের্গনী হলের লাল ইটের রাস্তা, মীর মোশারফ হোসেন হল, এক্সটেনশন। আমরা যারা মূল ক্যাম্পাসের বাহিরে থেকে নিয়মিত ক্লাস করতে হতো যেমন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, ভূগোল বিভাগ তাদের মূল ক্যাম্পাসের সাথে ঠিকমত যোগাযোগ থাকতেনা না দূরত্বের কারণে, মূল ক্যাম্পাসের প্রাণের স্পন্দন নিত্যদিন তাদের উপভোগ করার সুযোগ ছিলোনা। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ও রসায়ন বিভাগের প্রাকটিক্যাল ক্লাস থাকার কারণে ও মীর মোশারফ হোসেন হলে অনেকের এটাচমেন্ট থাকার কারণে প্রান্তিকের আড্ডা ও চৌরঙ্গীর আড্ডা থেকে কেউ কেউ বঞ্চিত হতো। যদিও আলবের্গনী হল, এক্সটেনশন ও নওয়াব ফয়জুল্লাহ হল, মোশারফ হোসেন হল থেকে বিকেল বেলায় যেন শান্তির মিছিল বের হতো, নিবিড় এই সৌন্দর্যের লীলাভূমি জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস সেই দিনগুলো ছিল সবার জন্য দারুন এক আনন্দের ও হৃদয়ে দাগ কাটার মতো।

ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে সবাই মিলে আন্দোলন করেছিল প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে। সেই দিনগুলো ছিল ক্যাম্পাসে পূর্ণাঙ্গ লেখা পড়ার পরিবেশ। টেন্ডারবাজী খুব বেশী ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। সব কিছুর মাঝে যদি বলি কি ছিলোনা সেই দিনের ক্যাম্পাসে? রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষক নিয়োগ, কর্মচারী নিয়োগ, টেন্ডারবাজী ছিলোনা সেই দিনের ক্যাম্পাসে, ছিলোনা ধর্ষণের ইতিহাস। ছিল সেইদিন সিনিয়র, জুনিয়র, শিক্ষক, কর্মচারী সবার ভিতরে শ্রদ্ধা, সন্মান ও সম্প্রীতির বন্ধন। আজ নিকট, অতীত কয়েক যুগ পরে ক্যাম্পাসের পরিবেশ আমাকে আমার হৃদয়কে ব্যাকুল করেনা।

তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা দৃষ্টিতে আর হয়না সৃষ্টি কথা মনে পড়ে যায় :

“ দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মত গোলাপ ফুল।
কথায় সুরে ফুল ফুটাতাম, হয় না এখন আর সে-ভুল।। ”

আবার জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসকে দেখে যেন হৃদয় ব্যাকুল হয় সেটাই আশা করবো। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরকে অনুরোধ করবো সেই পরিবেশ যেন ফিরে আসে যেই পরিবেশ ৮০'র দশকে রেখে এসেছি।

১০ম ব্যাচ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ,
সিইও, শতদল, ।



Assalamu Alaikum,
It's a joy to share a few words on the Annual Gathering of
Jahangirnagar University.

This is more than a reunion – it's a celebration of memories,
friendships, and the bond we all share with this beautiful,
green campus.

May you carry the spirit of JU in your life and continue to
make a difference. Wishing you a joyful and meaningful
gathering.
Joy Jahangirnagar.

Anis Khan



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আমার কিছু স্মৃতি কথা

এ কে এম আশরাফুল হক

জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে ১৯৭০ সালের ২০ আগস্টে স্থাপিত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রিয়ার এডমিরাল এস এম আহসান ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর এর নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। আমি ২৯ মার্চ, ১৯৮১ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে ভর্তি হই। মাত্র ১০ বছর পূর্বে ১৯৭০ সালে স্থাপিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব দিকের আমি একজন ছাত্র। প্রফেসর ড. মফিজ উদ্দিন আহমেদ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির ২০তম ভিসি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। আমার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১০টি বিভাগের মধ্যে অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত, পরিসংখ্যান, ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, সরকার ও রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে এক হাজারেরও কম ছাত্র ছিল। তখন ক্যাম্পাসের পরিবেশটাই ছিল অন্যরকম; প্রায় সবাই সবাইকে চিনতো। পরিসংখ্যান বিভাগে আমাদের ব্যাচে ছাত্রছাত্রী ছিল মাত্র ২৭ জন। আমরা পেয়েছিলাম মোট ৩টি আবাসিক হল, তন্মধ্যে ছাত্রদের জন্য মীর মোশাররফ হোসেন হল ও আল-বেরুনী হল এবং ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ছিল নওয়াব ফয়জুল্লাহ হল।

কালের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমার আজও স্পষ্টভাবে মনে পড়ে, প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ স্যার ক্লাসে এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন, “গত ক্লাসে কি পড়িয়েছি?” তারপর কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই স্যার আমাদের পড়ানো শুরু করে দিতেন। আমরাও গভীর মনোযোগের সাথে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে স্যারের লেকচার শুনতাম। স্যারের স্নেহবাৎসল্যতা স্মরণ করতে গিয়ে এখনও চোখে ভাসে, একদিন আমার ঠাণ্ডা-কাশি হওয়ায় আচমকা ক্লাসের মাঝেই স্যার বলে উঠলেন, “তুমি কিছু নিয়ম পালন করলে তোমার ঠাণ্ডা-কাশি কিছুই থাকবে না।” বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির সাথে ১৯৮৬ সাল থেকেই আমার সম্পৃক্ততা থাকায় এবং পরবর্তীতে চাকুরির সুবাদে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোয় (বিবিএস) দীর্ঘদিন কাজের নিমিত্তে প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ ও প্রফেসর ড. এম কবির স্যারদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ এবং স্নেহ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার আরও মনে পড়ে, আমাদের ১০ম ব্যাচে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় ড. সাদেকুর রহমান চৌধুরী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ড. সাদেক প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি একজন ভালো সংগঠকও ছিল। ড. সাদেক ইউএসএ-এর ওয়াশিংটন ডিসি-তে ফেডারেল গভর্ণমেন্ট এর হেলথ ডিপার্টমেন্টের একটি বিভাগে, বিভাগ প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ওয়াশিংটন ডিসি-তে

অনুষ্ঠিতব্য এবারের গ্লোবাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই পুনর্মিলনীতে আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছে। আমার ব্যাচের পরিসংখ্যান বিভাগের ড. মোঃ ছালেহ, আব্দুল মান্নান, লিয়াকত আলী, নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ড সহ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আজ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ আবাসিক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট ২১টি আবাসিক হলের মধ্যে ১১টি ছাত্র হল ও ১০টি ছাত্রী হল রয়েছে। আজ দেশবরেণ্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৬টি অনুষদে ৩৪টি বিভাগ এবং সেই সাথে ৪টি ইন্সটিটিউট ও ৪টি গবেষণা কেন্দ্রে মোট সাড়ে বারো হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

তৎকালীন ছাত্র সমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। অনেক ছাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চিন্তা করতো। পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু ছাত্রদের নেতৃত্বে নুতন বাংলা ছাত্র সমাজের জন্ম হয়। আমাদের সময়েই এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আমরা সেই আন্দোলনের অনেক চড়াই-উৎরাই দেখেছি একদম কাছ থেকে এবং স্বাক্ষী হয়ে আছি ইতিহাসের।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। আশির দশকে দেশে দারিদ্র্যতা অনেক বেশী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করতো। সময়ের সাথে সাথে দেশের জনসংখ্যাও যেমন বেড়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সাথে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৮,৯৯,১২,০০০ এবং ২০২৩ এর মাঝামাঝি জুলাইয়ে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ছিল ১৭,২৯,০২,০০০। অপর এক পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্যনুযায়ী, ১৯৮১ সালে মানুষের জীবনের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (জন্ম)- ৫২.৯০ বৎসর, জিডিপি পার ক্যাপিটা-২২৭.৮ ইউএস ডলার এবং ২০২৩ সালে মানুষের জীবনের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (জন্ম)- ৭২.৩ বৎসর ও ২০২৪-২৫ সালে জিডিপি পার ক্যাপিটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮২০ ইউএস ডলারে।

আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। দেশে ও বিদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আজ গর্বে মন ভরে যায় যখন দেখি নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে আমাদের পুনর্মিলন হচ্ছে। এবারের পুনর্মিলনীতে আমিও যোগদানের জন্য অধীর আত্মা অপেক্ষা করছি। আশা করছি অনেক পুরনো বন্ধু ও অন্যান্য এলামনাইয়ের সাথে দেখা হবে। অনেক হারানো স্মৃতি, হারানো বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধার হবে। প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আজ আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, সব সময়ের জন্যই শুভ কামনা জানাই বহু আবেগ, ভালোবাসার প্রাণের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে।

১০ম ব্যাচ, পরিসংখ্যান বিভাগ

(সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি)





.. চাকরিটা আমি..

রুহল আমিন

রাত ১১ বা সাড়ে ১১ হবে, আলো-আঁধারির ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ভেদ করে বাসটা নামিয়ে দিয়ে গেল জাবি ১ নং গেটে। আসলে কোথায় নামতে হবে তাও জানতাম না। সাথে বন্ধু ডিউক। আমি সরকার ও রাজনীতিতে আর ও রসায়নে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। ব্যাচ নং ২০!

এম এইচ হলের গেটের সামনে আল্লনা আঁকছিল দুজন বড় ভাই। রাজু আর পারভেজ ভাই- তাদের খুলে বললাম যে আমরা ভর্তি হতে এসেছি, ক্যাম্পাসে আসলে তেমন কাউকে চিনি না, বেলাল ভাই আর বিপ্লবের কথা শুনেছি। সকালে হয়তো খোঁজ করে বের করতে পারবো, তবে রাতের জন্য আশ্রয় দরকার।

দুজনই অভয় দিলেন, থাকতে দিলেন একটা রুমে। শুধু সে রাত নয়, আল-বেরুনি এক্সটেনশনে ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকেছি। একরকম আন্তরিকতার জন্য জাবি'র জুড়ি নেই! রাজু-পারভেজ-বেলাল-বিপ্লব ভায়েরা তাই এখনো স্মৃতিতে ও কৃতজ্ঞতায়।

স্থায়ী আবাস হলো সালাম-বরকতে, বি-১২৭ নম্বর রুমে। মফস্বলের চিরাচরিত গন্ডি পেরিয়ে, প্রথমবারের মতো একা বাড়ির বাইরে থাকা, লাগাম ছাড়াও বটে!

প্রথম রুমমেট তপনদা ১৯ ব্যাচের। শান্তিপ্রিয় চুপচাপ স্বভাবের। আর বেডমেট স্কুল জীবনের বন্ধু ডিউক, পাতলা-পুতলা দুজনার দিব্যি এক বিছানায় হয়ে যেত। কদিন পর ডিউক ভাসানীতে সিট পেয়ে চলে যায়। তপনদা একটু হাঁফ ছাড়েন বোধহয়। তবে শীঘ্রই নতুন উৎপাতের নমুনা পেতে থাকেন! দেশের বাড়ির বন্ধু, ঢাকার বন্ধু, সদ্য পরিচিত ফাস্ট ইয়ারের বন্ধুদের রুমে ঘনঘন আসা-যাওয়া-থাকা।

সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে এক বড় ভাইয়ের ফার্মে কাজে ঢুকে পরি। উনারা ডকুমেন্টারি ফিল্ম নিয়ে কাজ করতেন, পরে সেটার একটা অংশ বিজ্ঞাপনী সংস্থা হলে কাজশেখা ও কর্মব্যস্ততা কাকে বলে সেটা বুঝতে শুরু করি। আগে মাঝে মধ্যে ক্লাস মিস হতো আর তখন মাঝে মধ্যে ক্লাসে হাজিরা।

তবে হলের লাইফ ছিল দারুন রঙিন। রাতভর আড্ডা, দলবেঁধে ঘোরাঘুরি, পকেটে মাসের টাকা, চাকরির বেতন ঢুকতেই সেদিনটা হতো “নো থিফিং ডে” .. বেড়ানো, খাই-দাই, আড্ডাফাই আর বেশমার খরচ!

মনে হতো ১২৭ নং রুমমেই থেকে যাবো কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের শেষে আমার খুব প্রিয় বন্ধু অমিতাভের সাথে এ-২২৫ এতে চলে যাই, কারন ততদিনে আমার ছোটবেলা, স্কুল-কলেজের দুই বন্ধু ১২৭ এর ১ টা বেড দখল করে ফেলেছে। হলে তখন আমাদের ত্রয়ীকে সুমন-রাজন-মোহন বলে ডাকতো অনেকে!

ক্লাসে অনিয়মিত ছিলাম বলে অনার্সের ভাইভায় সোলায়মান স্যার বলে বসলেন, কি হে তুমি আমাদের ছাত্র নাকি? আমার ক্লাস করেছো কখনো? বললাম জি স্যার কয়েকটা করেছি! স্যার একটু রেগে বললেন ওহু মাত্র গোটাকয়। আমি তো তোমাকে দেখিনি হে!!

ক্লাসে অনিয়মিত হলেও বন্ধু-সতির্থদের সাথে আড্ডাবাজির টানে শেষ বাসে বা পাবলিকে করে হলেও প্রায়ই রাতে হলে থাকা হতো।

কোনমতে অনার্স পাশ তো হলো, মাস্টার্সে রেজাল্ট খারাপ করা যাবে না তাই চাকরি থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে নিয়মিত ছিলাম ক্লাসে। তবে পড়াশোনায় মন বসাতে পারছিলাম না! বড়ভাই, ক্লাসমেটরা নোট দিতে কার্পণ্য করতো না, তবে আমার কেন যেন সেসব নোট দুর্বোধ্য মনে হতো। এরমধ্যে আল-বেরুনির গ্যান্জাম এড়াতে আমার পড়ুয়া ক্লাসমেট বন্ধু প্রদীপ আমার রুমে এসে উঠলো, আমরা ৩ জন মিলেবুলে ঘুমাতাম ২ বিছানায়। প্রদীপের সাথে রুম শেয়ারে অমিত প্রথমে একটু নাখোশ হলেও অল্পসময়ে চমৎকার একটা সহাবস্থান হলো আমাদের। আর আমার হলো শাপে-বড়! প্রদীপ একটু শব্দ করে পড়তো আর আমাকে শুনতে বলতো। আমি ওর পাশে বসে শোনা শুরু করলাম, কখনো টুকটাক নোট নিতাম মনে রাখার সুবিধার্থে। আমার নিজে পড়ার ঝামেলা মিটে গেল! একটা ক্লাস টেস্টে তো এমন হলো যে আমি ওরচে বেশী মার্কস পেলাম! ফাইনালে অনার্সে ৩৭ জনে ৩৪ অবস্থান থেকে ১৪ তে নামাতে পারলাম। বিজ্ঞাপনী সংস্থায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ঠিক তখনই দেশের প্রথম জিএসএম মোবাইল ফোন কোম্পানির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে এগ্লাই করলাম, ডাক পেলাম ইন্টারভিউয়ের। বোর্ডে দেখা মিললো ৪ crazy Norwegian এর অন্যতম Snorre Danielsen এর সাথে, উনি নিজেই প্রায় সব প্রশ্ন করলেন। আমার জন্য ইন্টারভিউটা সহজ ছিল আগের কাজের সুবাদে। বোর্ডে ছিলেন HR Head সালাম ভাই, এবং আরেক চমক ইন্তেখাব আলম। ইন্তেখাব ভাই আমাকে চিনতেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে, আইবিএ'র উনাদের ব্যাচের রেগুলার আড্ডা হতো অফিসে। সেখানে একসময় জাবি'র পরিচয়ে চেনাজানা হয়। জীবনে প্রথম ইন্টারভিউ দিয়েছি Maersk এ, শেষ হবার আগেই বুঝেছিলাম টেকার চাপ কম। তবে এখনো মনে পরে সেদিন মহাখালি থেকে টেম্পুতে করে বাসায় ফিরছি কিন্তু একটা অদ্ভুত বোধ কাজ করছিল.. মন বলছিল “.. চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি, মাগো শুনছো!”

২০তম ব্যাচ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ



Embracing Heritage Between Two Worlds

Srayosi Monir



Being raised in the vibrant, multicultural landscape of New York City, I had the rare privilege of being deeply immersed in Bengali culture from a young age, due in large part to Baba's steadfast involvement in Jahangirnagar University alumni events. These gatherings were far more than simple reunions, they were intimate cultural immersions that transported me into a world that existed parallel to, yet distinct from, my American upbringing. As a Bengali-American woman, these experiences profoundly shaped my understanding of identity, heritage, and cultural pride in ways I only came to fully comprehend with time. Ma and Baba eagerly anticipated these events, always rallying the entire family to attend, knowing they offered a reprieve from the monotony of daily life. Held in bustling community centers across the tri-state area, the events radiated warmth and familiarity, filled with animated conversation, laughter, and attendees adorned in exquisitely embroidered traditional attire. I was surrounded by men and women who had arrived in this country with ambition, intellect, and aspiration, all while remaining deeply tethered to their roots. Listening to Baba reflect on his formative years as a student revealed dimensions of him I hadn't seen, his youthful idealism, his loyalty to friendships, and the

nostalgia he carried for the life he left behind. These stories enriched my understanding of him not just as a father, but as an individual shaped by resilience and history, deepening my gratitude for the sacrifices that laid the foundation for our lives in America. These moments closed the gap between the world I was born into and the one I inherited.

Reciting Bengali poetry or singing a traditional song before a room of elders and peers taught me poise, connection, and a profound sense of cultural confidence. These alumni events affirmed that Bengali culture is not a relic of the past, but a dynamic, intellectually rich, and intergenerational legacy. More than mere nostalgia, these gatherings embodied a collective sense of responsibility. Alumni frequently organized philanthropic initiatives such as raising funds to uplift disadvantaged communities in Bangladesh and to deliver urgent relief in the wake of natural disasters, transforming each event into a conduit for lasting social impact. I gradually came to understand that culture isn't just about language, cuisine, or dress, it is a living expression of shared values like humility, generosity, education, and unwavering loyalty. These events gifted me a space to inhabit my hyphenated identity without apology, allowing me to flourish in the in-between. Most importantly, I came to view my culture not as something to compartmentalize or conceal, but as a vital, empowering force I could carry into every room I entered. Baba would often refer to me as "Jahangirnagar Projonmmo," a child of Jahangirnagar which was a phrase that resonated with gravity and purpose, reminding me that I was part of a larger continuum. I felt deeply rooted in a heritage that was not something to choose between, but rather something to wholly and joyfully embrace. Through all of it, I learned that identity is not about conforming to pre-existing molds, but about honoring the mosaic of influences that shape who you are.

BS of Biotechnology, New York Institute of Technology.

Daughter of Khaled Joseph (Geography Batch 10th) & Shayela Sharmin



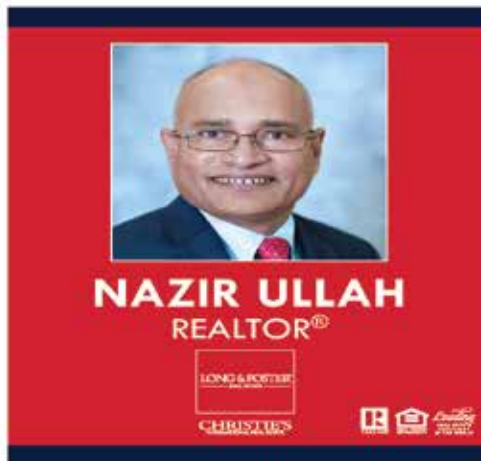
পাখির বলতানে স্মৃতির সুর



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক টিম ১৯৮৩ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস)
অ্যাথলেটঃ দিলারা, চঞ্চল, জোসেফ, সুলতান, জনি, সিদ্দীক

YOUR FRIEND, YOUR NEIGHBORHOOD REALTOR®

Nazir Ullah, the Realtor you can Trust with Confidence!



Nazir Ullah gets the results that you want: buying, selling, or investing in real residential property.

Your house, your dream. Your agent, Nazir Ullah. The name of your trust!

301-537-9885 Cell
301-424-0900 Office

Nazir.Ullah@longandfoster.com
www.NazirUllah.LNF.com

Rockville Centre Office: 795 Rockville Pike, Rockville, MD 20852

TOP PRODUCER • MULTI-MILLION DOLLAR PRODUCER • LICENSED IN MARYLAND, VIRGINIA, AND DC
NOTARY PUBLIC





জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর
গ্লোবাল রিইউনিয় ২০২৫
ওয়াশিংটন ডিসিতে আগত সবাইকে
জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা

শের খান

৫ম ব্যাচ, পরিসংখ্যান বিভাগ

তারানা খান

৮ম ব্যাচ, ইংরেজী বিভাগ

সাউথ ক্যারোলিনা



জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫ উপলক্ষে
সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জানাই
উষ্ণ অভিনন্দন

আতিয়া মাহজাবীন

১৯তম ব্যাচ,

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ভার্জিনিয়া



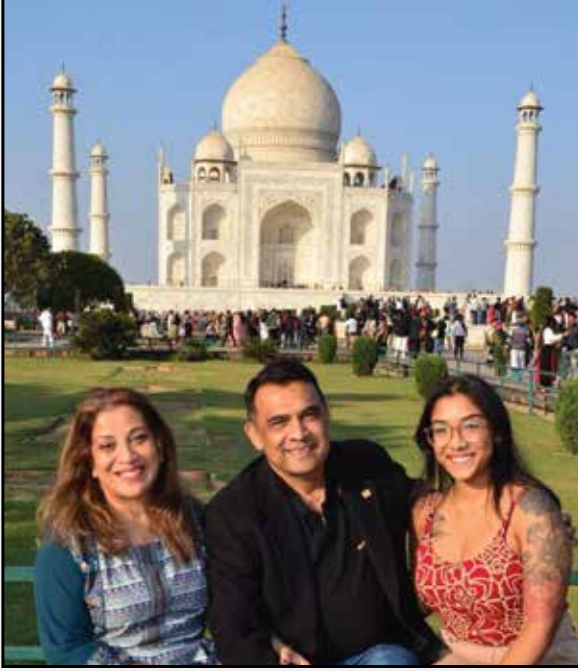
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর
গ্লোবাল রিইউনিয় ২০২৫ এ
অংশগ্রহনকারী সবার জন্য রইল
শুভেচ্ছা

সাদেক চৌধুরী ও নাজরানা চৌধুরী
১০ম ব্যাচ, পরিসংখ্যান বিভাগ
মেরিল্যান্ড



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর
গ্লোবাল রিইউনিয় ২০২৫ ওয়াশিংটন ডিসিতে
আগত সবাইকে জানাচ্ছি আমার
আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা

সাইদ আলম টিটো
১৬তম ব্যাচ,
ইতিহাস বিভাগ
ভার্জিনিয়া



রিইউনিয়নের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠুক
উৎসবমুখর ও ফলপ্রসূ।
শুভকামনা!

খালেদ মনির জোসেফ
১০ম ব্যাচ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
নিউইয়র্ক



শুভকামনা!
জাহাঙ্গীরনগর অ্যাক্সেসনাইদের
গ্লোবাল রিইউনিয়ন
২০২৫
পরিপূর্ণভাবে সফল হোক

মামুন রশিদ ও ফাহিমদা খাতুন
১০ম ব্যাচ, অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ

Greeting from the JUSBAA

Warm greetings from the Jahangirnagar University 16th Batch Alumni Association on the joyous occasion of the JU Global Reunion 2025



Babu Markus Gomes
President, JUSBAA



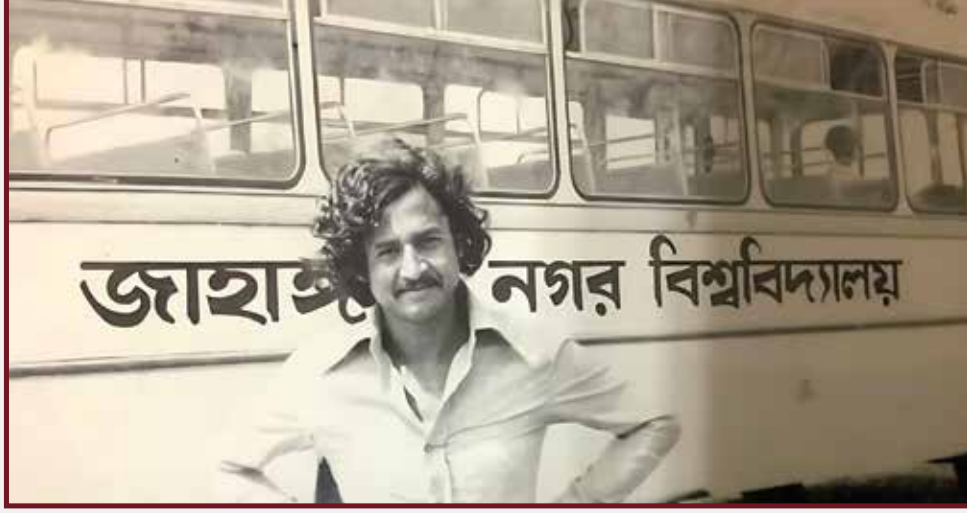
Naimul Haq
General Secretary, JUSBAA



এ কে এম আনিসুল হক

১৬তম ব্যাচ, পরিসংখ্যান বিভাগ
পরিচালক, আমানা গ্রুপ
স্বত্বাধিকারী, আরা ফ্যাশন
চেয়ারম্যান, আরা নিটেক্স লি.
ম্যানেজিং পার্টনার, বেবী টেইলরিং এল এল সি,
আরব আমিরাত।

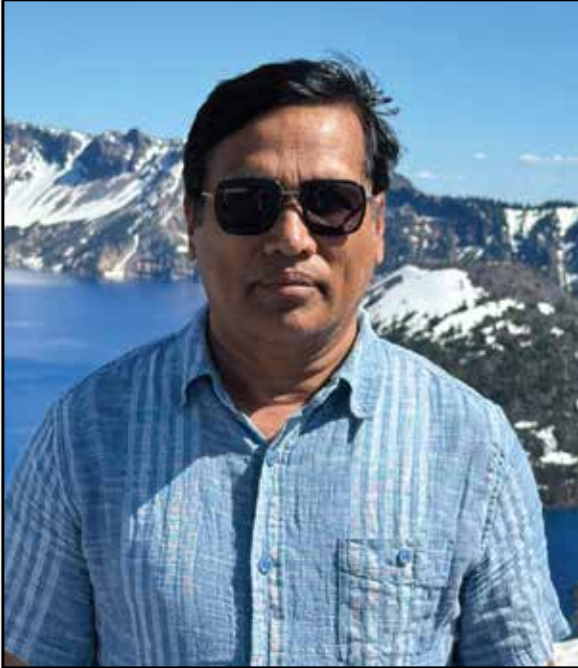
শিক্ষা জীবনের সোনালী দিনগুলোর স্মৃতি
নিয়ে জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫
এক অনন্য মিলনমেলা। আশা করি, এই
আয়োজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে
বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং নতুন
দিগন্ত উন্মোচন করবে। আপনাদের
সকলের অংশগ্রহণ এই অনুষ্ঠানকে আরও
মহিমান্বিত করে তুলুক। জাবির পরিবারের
প্রতি রইল অশেষ
শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।



পুনর্মিলনী সকলের জন্য আনন্দময় ও স্মরণীয় হয়ে উঠুক

এ কে ফজলুর রহমান

৫ম ব্যাচ, রসায়ন বিভাগ, ওকলাহোমা



জাবির পরিবারের প্রতি রইল অশেষ
শুভেচ্ছা ও ভালবাসা

জালাল খলিফা

১০ম ব্যাচ, রসায়ন বিভাগ

ক্যালিফোর্নিয়া



আমরা জাহাঙ্গীরনগর, আমরা এক পরিবার
গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫ সফল হোক



জাহাঙ্গীরনগর অ্যামানাইদের
গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫
যেন সাফল্য বয়ে আনে।
শুভকামনা

দিশাদ চৌধুরী
১৯তম ব্যাচ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
মেরিল্যান্ড



Best Wishes from Dhroopad to JU Alumni



জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন
২০২৫ উপলক্ষে
সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জানাই
উষ্ণ অভিনন্দন।

আনোয়ার হোসেন মিরধা (বেলু)
১০ম ব্যাচ, ভূগোল বিভাগ
বাংলাদেশ



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্লোবাল
পুনর্মিলনী ২০২৫ হয়ে উঠুক
প্রাণের সঞ্চারণ। বিস্ময়ময় ছড়িয়ে
পড়ুক জাহাঙ্গীরনগরের সুবাস
এই প্রত্যাশা নিয়ে অনুষ্ঠানের
সফলতা কামনা করছি।

কবির কিরণ

১০ম ব্যাচ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
নিউজার্সি



জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন ২০২৫
এর সফলতা কামনা করি।
এই পুনর্মিলনী সকলের জন্য
আনন্দময় ও স্মরণীয় হয়ে উঠুক।

সাধক চক্রবর্তী

১০ম ব্যাচ, পরিসংখ্যান বিভাগ
নিউজার্সি



জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন
২০২৫
পরিপূর্ণভাবে সফল হোক

মোহাম্মদ করিম
২৩তম ব্যাচ, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
ভার্জিনিয়া



জাবির গ্লোবাল রিইউনিয়ন
২০২৫ উপলক্ষে
সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জানাই
উষ্ণ অভিনন্দন।

ফাহিম ভূঁইয়া
১৭ তম ব্যাচ, ইংরেজী বিভাগ
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

পাখির বলতানে স্মৃতির সুর



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে মতবিনিময়। গ্লোবাল রিইউনিয়ন কমিটি, ২০২৪



JUAADC একুশ উদযাপন ২০২৪, ডিসি, ইউ এস এ



গ্লোবাল রিইউনিয়ন আলোচনা সভা, টরেন্টো, কানাডা।



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নৌবিহার, নিউইয়র্ক-২০২২



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, নিউইয়র্ক-২০২২



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী কিছু প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী, নিউইয়র্ক-২০২২

দেশি স্বাদ এর পন্য মানে স্বাদে অনন্য!

ডিসি, ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ড এলাকায়
একমাত্র হোলসেল গ্রোসারি



+1 227 213 8120
www.deshishadusa.com
info@deshishadusa.com



UNITED
REAL ESTATE

**MOHAMMAD
ALI**

REALTOR

📞 703-725-6745

✉ labiba@gmail.com

📍 8000 Towers Crescent Drive
Room 1393C, Vienna



**Your Trusted Real Estate Partner in
Virginia & Maryland!**

**Looking to buy, sell, or invest in real estate?
Let Mohammad Ali guide you every step of the way**

- 🏠 Licensed in Virginia & Maryland
- 🏠 Personalized Service with Proven Results
- 🏠 Expert in Residential Sales, Listings and First-Time Buyers
- 🏠 Skilled Negotiator | Market-Savvy | Reliable Communication

**Call/Text: 703 725 6745
Email: labiba@gmail.com**



VISA & IMMIGRATION TO CANADA



CanBangla Immigration Services

We can help you with:

BUSINESS IMMIGRATION,
EXPRESS ENTRY, STUDENT VISA
SUPER VISA, WORK VISA WITH LMIA
FAMILY SPONSORSHIP
VISITOR VISA, REFUGEE CLAIM
CITIZENSHIP APPLICATION
PR CARD (NEW& RENEWAL)
VISA EXTENSION, RESTORATION
PASSPORT APPLICATION/RENEWAL
CITIZENSHIP TEST
PREPARATION GUIDANCE.



**HIRE A CAREGIVER,
WORKER FROM
BANGLADESH**

**COME AS A STUDENT
WITH/WITHOUT AN IELTS**

TAKE THE CHANCE

**To Bring your people
to Canada**

**We Are Here to Serve All Your
Visa & Immigration Needs.**

Mahmuda Nasrin

Regulated Canadian Immigration Consultant (R 517333) & Commissioner of Oaths

TESL (On) certified teacher, An Ontario certified Social Worker
Former Associate Professor, King Khalid university, Saudi Arabia &
Khulna University Bangladesh

B.A. (Hon) & M.A. (English) Jahangirnagar University, M.A. (TESOL, Australia)

**CONTACT US
TODAY**

Call: 647-620-3804, +8801937067966
email: nasrinmahmuda8@gmail.com
www.canbanglaimmigration.com

**BRING YOUR
PARENTS/
GRANDPARENTS**

VISIT CANADA

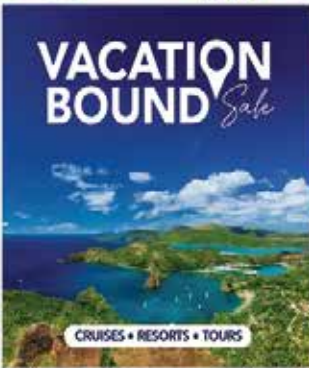
**Apply for an Express
Invitation to Apply.
Entry & Get an Instant
Invitation to Apply**

**HOUSE 21, ROAD-3, BLOCK-A
BANOSREE, RAMPURA DHAKA BANGLADESH**





Dream
Vacations *Start Here*



Rezaul Karim Hashmi

Franchise Owner/Travel Advisor

Call: 657-346-7102

email: rhashmi@dreamvacations.com

www.perfectdreamgetaway.com

www.rhashmi.dreamvacations.com

www.rhashmi.sealuxe.com



Congratulations and best wishes!
Jahangirnagar University
Global Reunion 2025
Washington D.C., USA



Jabian Club Limited

Dhaka, Bangladesh • www.jabianclub.org





**CRAFTED IN BANGLADESH.
TRUSTED WORLDWIDE.**



**PROUD SPONSOR OF JAHANGIRNAGAR
UNIVERSITY ALUMNI EVENT USA 2025**

[f](#) [@](#) [in](#)






**Wishing
JU Global Reunion 2025
an Outstanding Success**

July 25-27, 2025 Wyndham Manassas
3900 Wyndham Lane, Manassas, VA



Kamrun Munir



Dr. Ansha Islam MD



Inara Islam



Dr. Faizul Islam PhD

of the



9734 Athey Road, Lorton, VA 22079
kaifoundation55@gmail.com

A 501(c)(3) tax-exempt establishment funding
charitable work in the U.S.A. and Bangladesh.
EIN: XX-XXX5640



JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION IN D.C. (JUAADC)

JUAADC EXECUTIVE COMMITTEE

1. Mr. Syed I. Alam Titu, President (JU-16, Hist)
2. Mr. Hafiz Rahman, Secretary (JU-19, Stat)
3. Mr. M Ekramul Karim, Treasurer (JU-23, BBA)
4. Mr. Mohammad Ali, Member (JU-14, Stat)
5. Dr. Monir H Sharker, Member (JU-22, CSE)
6. Mr. M Shahidul I Milon, Member (JU-29, Drama)
7. Dr. Rumana Yasmeen, Member (JU-26, Pharm)
8. Dr. Sadeq Chowdhury, Ex-president (JU-10, Stat)

JUAADC ADVISORS

1. Mr. Hiron Choudhury (JU-1, Eco)
2. Mr. Nurul A. Chowdhury (JU-2, Eco)
3. Mr. Musawir Karim (JU-2, Eco)
4. Dr. Golam M Farooq (JU-3, Stat)
5. Dr. M Faizul Islam (JU-4, Eco)
6. Ms. Dilshad Choudhury Chhuty (JU-19, Bot)
7. Dr. ABM Enayet Hossain (Ret Prof, Bot)

JUAADC is honored to host the JU Global Reunion DC 2025. Heartfelt thanks to all alumni who responded to our call and participated in this remarkable event. Hope you enjoyed the arrangements, reconnected with old friends, and made unforgettable memories!





EXCLUSIVE

ART AND BOUTIQUE
COLLECTIONS



www.open-palette.com



Open Palette



openpalette2025



201.344.9719

DIU: YOUR GLOBAL ACADEMIC HOME FOR INNOVATION & IMPACT

Empowering the next generation with world-class education, global connections, and a future-ready mindset. Join a university that redefines excellence!

| DIU At a Glance |

28

BACHELOR'S PROGRAMS

16

MASTER'S PROGRAMS

1061+

FACULTY MEMBERS

LINKAGE WITH

600+

UNIVERSITIES

54,000+

ALUMNI

4000

ENTREPRENEURS WORLDWIDE



World-Class Indoor & Outdoor Sports Facilities



70,000 Sq. Ft. Library with World-Class Facilities



142+ Advanced Labs for Practical Learning



Accommodation for 10,000+ Students



Aerial View of the Country's Largest Green Campus with International-Standard Facilities

We Ensure:

- Scholarship & waiver facilities
- Life insurance for both students & guardians
- Worldwide study exchange programs
- One student one laptop
- Credit transfer & internship
- Hall & transport facilities
- On campus job recruitment
- Entrepreneurial atmosphere
- All sorts of sports facilities
- E-Library facility
- Innovation lab
- Research facilities

Contact with us

Daffodil Smart City, Birulia, Savar, Dhaka-1216.
admission@daffodilvarsity.edu.bd

Admission helpline:

09617901212

Apply online:

<http://admission.daffodilvarsity.edu.bd>

Please Visit:

www.daffodilvarsity.edu.bd



Sirajganj Economic Zone extends its heartfelt and warmest felicitations to the alumni of Jahangirnagar University on the momentous occasion of the Global Reunion 2025 in Washington, DC.



SIRAJGANJ ECONOMIC ZONE LTD.
NESTING INNOVATION AND INVESTMENT
www.sezbd.com

Largest Private Economic Zone in Bangladesh

